আসিম ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের এক বীরত্বপূর্ণ, আত্মমর্যাদাবান এবং আল্লাহভীরু সাহাবী। তাঁর জীবন ঈমানের দৃঢ়তা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিখাদ আনুগত্য এবং শাহাদাতের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

তিনি ছিলেন মদিনার আনসারদের অন্তর্ভুক্ত, আওস গোত্রের বনু আমর ইবনে আওফ শাখার একজন সম্মানিত সদস্য। ইসলাম গ্রহণের পর থেকেই তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দ্বীনের খেদমতে উৎসর্গ করেছিলেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সাহস, প্রজ্ঞা ও তাকওয়ার জন্য মুসলিম সমাজে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন।

আসিম (রা.) ছিলেন সেই সৌভাগ্যবান সাহাবীদের একজন, যারা ইসলামের সূচনালগ্নে নবী করিম (সা.)-এর সান্নিধ্যে থেকে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক, দৃঢ়চেতা এবং নীতির প্রশ্নে আপসহীন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন এবং তাঁর ওপর আস্থা রাখতেন। তিনি ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

বিশেষভাবে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখযোগ্য, যা ইসলামের ইতিহাসে প্রথম বৃহৎ যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আসিম ইবনে সাবিত (রা.) সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বদরের ময়দানে তিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং কুরাইশ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেন। বর্ণিত আছে, তিনি এই যুদ্ধে কুরাইশদের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধাকে পরাজিত করেছিলেন। তাঁর অসাধারণ যুদ্ধকৌশল এবং আল্লাহর প্রতি অটল ভরসা মুসলিম বাহিনীর বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উহুদের যুদ্ধেও তিনি ছিলেন প্রথম সারির যোদ্ধাদের একজন। যখন যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, তখনও তিনি দৃঢ়ভাবে অবস্থান ধরে রাখেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিরক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তাঁর সাহস ও আনুগত্য ছিল অতুলনীয়।

তবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায় হলো *“রাজি’”*র ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক কিন্তু গৌরবময় এক অধ্যায়। কিছু গোত্র নবী করিম (সা.)-এর কাছে এসে ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাহাবী পাঠানোর অনুরোধ জানায়। নবীজি (সা.) তাঁদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে কয়েকজন নির্বাচিত সাহাবীকে পাঠান, যাদের নেতা ছিলেন আসিম ইবনে সাবিত (রা.)। কিন্তু এটি ছিল একটি ষড়যন্ত্র।

পথিমধ্যে রাজি নামক স্থানে হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।

সাহাবীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম, আর শত্রুপক্ষ ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। এই কঠিন মুহূর্তেও আসিম (রা.) বিন্দুমাত্র ভীত হননি। তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শত্রুরা যখন তাদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়, তখন আসিম (রা.) দৃঢ় কণ্ঠে বলেন যে, তিনি কোনো কাফিরের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবেন না। কারণ তিনি জানতেন, সত্যিকার নিরাপত্তা কেবল আল্লাহর কাছেই।

তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যান। তীর ও তরবারির আঘাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর শাহাদাত ছিল ঈমানের দৃঢ়তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মৃত্যুর আগে তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন যেন কোনো মুশরিক তাঁর দেহ স্পর্শ করতে না পারে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর এই দোয়া কবুল করেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, শত্রুরা তাঁর মাথা কেটে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কারণ মক্কার কিছু লোক তাঁর মাথার বিনিময়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে একদল মৌমাছি বা বোলতা তাঁর দেহ ঘিরে ফেলে এবং শত্রুরা কাছে যেতে পারেনি। তারা অপেক্ষা করল রাত পর্যন্ত, কিন্তু পরে প্রবল বৃষ্টি ও পাহাড়ি স্রোত এসে তাঁর দেহ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ফলে শত্রুরা তাঁর দেহের কোনো অংশ স্পর্শ করতে পারেনি। এই অলৌকিক ঘটনাটি তাঁর মর্যাদা ও আল্লাহর কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার এক মহান নিদর্শন।

আসিম (রা.)-এর এই ঘটনা মুসলিম উম্মাহকে একটি বড় শিক্ষা দেয়—যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় আল্লাহর দ্বীনের সম্মান রক্ষা করে, আল্লাহ মৃত্যুর পরও তার সম্মান রক্ষা করেন। তিনি তাঁর জীবনে যেমন আল্লাহর বিধানের প্রতি অনুগত ছিলেন, তেমনি শাহাদাতের পরও আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন।

তিনি শুধু একজন বীর যোদ্ধাই ছিলেন না, বরং একজন মুত্তাকি, চরিত্রবান এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মুসলিম ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা দেখি আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা, রাসূল (সা.)-এর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা এবং সত্যের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের মানসিকতা।

আসিম ইবনে সাবিত (রা.)-এর জীবন আজও মুসলিমদের জন্য এক উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি আমাদের শেখান যে, ঈমানের পথে পরীক্ষা আসবেই, কিন্তু সত্যিকারের মুমিন সেই ব্যক্তি, যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না। তাঁর

শাহাদাতের ঘটনা ইতিহাসে শুধু একটি বীরত্বগাথা নয়; এটি আল্লাহর ওপর নির্ভরতা, আত্মসম্মান এবং দ্বীনের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার এক অবিস্মরণীয় শিক্ষা। তাঁর নাম ইসলামের ইতিহাসে চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে।

https://www.facebook.com/share/p/1ASfDpGYoJ/